বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি) কর্তৃক সম্প্রতি আইন বিভাগের প্রভাষক পদে একজন শিক্ষকের নিয়োগকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেসব মানহানিকর, উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপব্যাখ্যা ও অপতৎপরতা চালানো হচ্ছে - তা ভিত্তিহীন এবং খুবই দুঃখজনক।

বিইউপি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন, ইউজিসি-এর নীতিমালা, বিধি-বিধান এবং বিইউপি-এর নিয়োগবিধি অনুসরণ করে মেধা ও যোগ্যতা বিবেচনা করতঃ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধাপে কয়েকটি বোর্ড/কমিটি কর্তৃক নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। অতঃপর সিলেকশন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সিন্ডিকেট উক্ত নিয়োগ অনুমোদন করে। নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থীর নিয়োগ স্থায়ী হওয়ার পূর্বে দুই বছরের জন্য শিক্ষানবিশি হিসেবে কর্মরত থাকতে হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে প্রযোজ্য বিধি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে আচরণগত, আইনগত ও নিরাপত্তাজনিত বিষয়ে পুলিশ ভেরিফিকেশন (Police Verification) সম্পন্ন করা হয়। এই ধাপটি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নিয়োগ স্থায়ীভাবে কার্যকর হয় না।

আলোচিত শিক্ষকের কর্মকান্ড ও নিষিদ্ধ সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কিত যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো আগাম তথ্য বিইউপির নিকট ছিল না। উক্ত অভিযোগ বিইউপির দৃষ্টিগোচরে আসার পর, বিইউপি এ বিষয় আমলে নিয়ে ইতোমধ্যেই একটি তদন্ত কমিটি গঠন করছে। তদন্ত কমিটির অভিমতের প্রেক্ষিতে, বিইউপির প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, একটি স্বার্থান্বেষী মহল ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার নিমিত্তে বিইউপির সংশ্লিষ্ট ডিন মহোদয় সম্পর্কে মানহানিকর, অবান্তর ও অপব্যাখ্যাসহ নানারূপ আক্রমণমূলক তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করছে যা খুবই দুঃখজনক। সশস্ত্রবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত একটি মর্যাদাপূর্ণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি) সর্বদা মেধা, যোগ্যতা, পেশাদারিত্ব ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

৭/৫/২০২৫

অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার (জেনারেল)
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস